লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

Liberal Party Bangladesh

www.liberalbd.org

তারিখ: ২১ অক্টোবর ২০০৭ইং

বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার ও সশস্ত্র বাহিনী জাতির কাছে এবং ইতিহাসে স্মরনীয় হয়ে থাকতে চাইলে নিম্ন কর্মসূচিগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর কোন বিকল্প নাই। আর এগুলো বাস্তবায়ন কোন কঠিন কাজ নয়।
কর্মসূচি বা প্রকল্পগুলো হলো:

১. সকল প্রকার শপথ গ্রহনে ধর্মগ্রন্থের ব্যবহার নিশ্চিতকরন।

২. জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

৩. সাংবিধানিক পরিষদ প্রতিষ্ঠা।

৪. দূর্নীতি দমন কমিশন-কে পূর্নাংগ স্বাধীনতা প্রদান।

৫. নির্বাচন কমিশন-কে পূর্নাংগ স্বাধীনতা প্রদান।

৬. ভোক্তা অধিকার আইন প্রনয়ন করতে হবে।

৭. মানবাধিকার কমিশন গঠন।

৮. ডাটা প্রোটেকশন অথরিটি/কমিশন গঠন

৯. আই এস পি আর কে একটি পূর্নাংগ তথ্য সংস্থায় রুপান্তর করন।

১০. অর্থনৈতিক রেগুলেটরী কমিশন গঠন। কমিশন সকল ব্যাংক, বীমা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন প্রদান এবং নিয়ন্ত্রন করবে।

১১. সকল নির্বাচনে প্রতিকের ব্যবহার বন্ধ করন, কেবলমাত্র প্রার্থীর ছবির বিপরীতে ভোটপ্রদানের ব্যবস্থা করন।

১২. সকল সরকারী দপ্তরের জন্য Customer Charter প্রনয়ন।

১৩. জনগনের সেবা নিশ্চিত করনে 'ন্যায়পাল' এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়পাল নিয়োগ দিতে হবে।

১৪. জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠন।

১৫. পুলিশ রেগুলেশন পরিবর্তন করে যুগপোযুগি করন।

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

Liberal Party Bangladesh

www.liberalbd.org

১৬. থানা পুলিশ এবং সিআইডি-কে তথা তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে আইন ও বিচার মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন করন।

১৭. এটর্নী সার্ভিসকে পূর্নাংগ রূপ দিতে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন।

১৮. সশস্ত্র বাহিনী কে সরাসরি রাস্ট্রপতির আওতাধীন করা। রাস্ট্রপতির কার্যালয়ে সশস্ত্র বাহিনী সমূহের জন্য সাচিবিক কার্যক্রম চালাবেন চেয়ারম্যান, জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ (৪ তারকা জেনারেল) , বা রাস্ট্রপতির সামরিক সচিব (৩ তারকা জেনারেল)।

১৯. সরকারী ও সংসদীয়, বাজেট বিষয়ক, অর্থনৈতিক এবং সেনানিবাসের ভুমি নিয়ন্ত্রনাদি পরিচালনা করবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় বা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

২০. প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট/অর্ডিন্যান্স এর আধুনিকায়ন ও যুগোপযুগি করে একে আরো ক্ষমতাবান করে সংবাদ সংক্রান্ত সকল মিডিয়ার নিয়ন্ত্রন ও নিবন্ধনের দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করন।

২১. সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ত্রান কর্মসূচির বাইরে রেখে চোর তৈরির পদ্ধতি বিলুপ্ত করার জরূরী ব্যবস্থা গ্রহন।

২২. আধুনিক প্রচার মাধ্যমের যুগে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর এবং সংগঠনের জন্য ময়দানে এবং রাজপথে সভা, সমাবেশ, মিছিল বন্ধ করন। কেবলমাত্র অডিটোরিয়াম, হোটেল, রেস্তোরাতে সভা করা যাবে। এতে আরো প্রচারনার কয়েকটি নতুন শিল্প গড়ে উঠবে এবং কর্মসংস্থানের সৃস্টি হবে।

২৩. টিসিবি-কে সশস্ত্র বাহিনীর অধীন একটি সংস্থায় রুপান্তর করন।

২৪. জনগনকে শাসন করার জন্য লালিত প্রশাসনিক বিভাগকে সংকুচিত করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়/ সমাজ সেবা বিভাগকে সকল সরকারী কর্মকান্ডে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অধ্যাদেশ জারী করে ক্যাডার কর্মকর্তাদের জনগনের দোরগোড়ায় প্রেরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করন।

শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ